গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

**প্রজ্ঞাপন**

নং-১৮.০১৯.০০৬.০০.০০.০০৫.২০১৩ (অংশ-১)- ২২৮

তারিখ: ৩০ আশ্বিন, ১৪৩১ / ১৫ অক্টোবর, ২০২৪

**"নৌপরিবহন অধিদপ্তর হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত লাইটার জাহাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহে পণ্য পরিবহন নীতিমালা, ২০২৪"**

**১। শিরোনাম**

ক) বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহ ও তৎসংলগ্ন এলাকা হইতে লাইটার জাহাজের মাধ্যমে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া, নির্বিঘ্ন ও সুশৃঙ্খলভাবে পণ্য পরিবহন করিবার স্বার্থে সরকার এই নীতিমালা প্রণয়ন করিল। নীতিমালাটি **"নৌপরিবহন অধিদপ্তর হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত লাইটার জাহাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহে পণ্য পরিবহন নীতিমালা, ২০২৪"** নামে অভিহিত হইবে।

খ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

**২। উদ্দেশ্য**

ক) লাইটার জাহাজগুলোকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে লাইটার জাহাজ শিল্প এবং এর সহিত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে একটি সমন্বিত নীতিমালার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া লাইটার জাহাজ দ্বারা পণ্য পরিবহন সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সকল অংশীজনের স্বার্থ রক্ষা করা;
খ) সুষম ও স্বচ্ছ ক্ষেত্র প্রস্তুতপূর্বক জবাবদিহিমূলকভাবে লাইটার জাহাজ পরিচালনা করা;
গ) স্বল্পতম সময়ে লাইটার জাহাজ বরাদ্দের মাধ্যমে বাংলাদেশের জলসীমায় আগত মাদার ভেসেল হইতে দ্রুত পণ্য খালাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখিয়া জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা; এবং
ঘ) খাদ্য পণ্য, সিমেন্ট ক্লিংকার, সারসহ সকল আমদানি-রপ্তানি পণ্য যথাসময়ে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছানোর মাধ্যমে সুষম সরবরাহে সহায়তা করা।

**৩। প্রয়োগ**

এই নীতিমালা বাংলাদেশের সকল সমুদ্র বন্দর, সমুদ্র উপকূলীয় নদী বন্দর ও নদীর উভয় তীরে অবস্থিত সকল প্রকার জেটি, বহির্নোঙ্গরে আগত মাদার ভেসেল হইতে পণ্য পরিবহন কাজে নিয়োজিত লাইটার জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

**৪। সংজ্ঞা**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়-
(১) BWTCC অর্থ বাংলাদেশ বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ বা উক্ত আইনের আওতায় প্রণীত বিধির আলোকে গঠিত নৌযান মালিক সংগঠন এবং নৌ শিল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়কারক Bangladesh Water Transport Co-ordination Cell (বাংলাদেশ ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন সেল);
(২) 'ফ্যাক্টরি' ও 'গ্রুপ অব কোম্পানি' অর্থ তৈরিকৃত পণ্য (Finished Products) এবং/অথবা ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান;
(৩) 'পণ্য' অর্থ দেশে উৎপাদিত সামগ্রী এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালসহ বন্দরসমূহ/বহির্নোঙ্গর দিয়ে আমদানি/রপ্তানীকৃত সকল প্রকার পণ্য;
(৪) 'লাইটার জাহাজ' অর্থ নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত জাহাজ অর্থাৎ নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত, সার্ভেকৃত ও উপকূল অতিক্রমের অনুমতি প্রাপ্ত মালবাহী অভ্যন্তরীণ নৌযান এবং নৌ বাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম কর্তৃক নিবন্ধিত ও সার্ভেকৃত উপকূলীয় মালবাহী নৌযান;
(৫) 'পণ্যের এজেন্ট' অর্থ পণ্যের আমদানিকারক/রপ্তানিকারক কর্তৃক নিয়োজিত ও BWTCC এর সহিত চুক্তিবদ্ধ এজেন্ট; এবং
(৬) 'স্থানীয় প্রতিনিধি' (লোকাল এজেন্ট) অর্থ মালিক কর্তৃক নিয়োগকৃত এবং BWTCC এর সহিত চুক্তিবদ্ধ লাইটার জাহাজের স্থানীয় এজেন্ট।



CamScanner

## ৫। BWTCC এর গঠন ও কার্যাবলী

৫.১। বাংলাদেশের জলসীমায় আগত জাহাজ/মাদার ভেসেল হইতে সুষ্ঠুভাবে পণ্য বোঝাই এবং খালাসের জন্য অথবা বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য সমুদ্র বন্দরে পৌঁছানোর জন্য লাইটার জাহাজ বরাদ্দের নিমিত্ত বাংলাদেশ বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ বা উক্ত আইনের আওতায় প্রণীত বিধির আলোকে গঠিত নৌযান মালিক সংগঠন এবং নৌ শিল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে Bangladesh Water Transport Co-ordination Cell (BWTCC) নামক সমন্বয়কারক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৫.২। লাইটার জাহাজ বরাদ্দের নিমিত্ত এই সংগঠন লাইটার জাহাজ মালিক, আমদানি/রপ্তানিকারক, পণ্যের এজেন্ট ও লোকাল এজেন্টসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয়কারক হিসাবে কাজ করিবে।

৫.৩। BWTCC এর কার্যাবলীঃ

৫.৩.১ ক্রমতালিকা অনুযায়ী মাদার ভেসেল/জাহাজ হইতে মালামাল বোঝাই এবং গন্তব্যস্থলে অনুরূপভাবে খালাস নিশ্চিতকরণ;

৫.৩.২ BWTCC এর জনবল নিয়োগ, হিসাব নিরীক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম;

৫.৩.৩ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্যান্য অনুশাসনের আলোকে জাহাজের ভাড়া, ডেমারেজ ও ডেসপাস হার পুনঃনির্ধারণ/প্রতিস্থাপন;

৫.৩.৪ লাইটার জাহাজ বরাদ্দ, পরিচালনা কার্যক্রম ও দায়বদ্ধতা;

৫.৩.৫ আমদানি/রপ্তানিকারক কর্তৃক আমদানি/রপ্তানীকৃত পণ্যের ঘোষণা যাচাই;

৫.৩.৬ আমদানি/রপ্তানিকারক, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, জাহাজ মালিক বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ; এবং

৫.৩.৭ লাইটার জাহাজের মাধ্যমে নির্বিঘ্ন ও সুশৃঙ্খলভাবে পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যে অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

## ৬। তদারকি কমিটি গঠন

৬.১। BWTCC এর সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করিবার জন্য মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর/তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি এর সভাপতিত্বে একটি তদারকি কমিটি গঠন করা হইবে। এই কমিটিতে নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌ বাণিজ্য দপ্তর, সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউজ এবং লাইটার জাহাজ মালিক সংগঠনের প্রতিনিধিগণ অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

তদারকি কমিটির গঠন নিম্নরূপঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১। | মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর/তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি | সভাপতি |
| ২। | প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌ বাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম অথবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৩। | বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশন এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৪। | কোস্টাল শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৫। | ইনল্যান্ড ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশন অব চট্টগ্রাম/ খুলনা বিভাগীয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মালিক গ্রুপ এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৬। | বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশন এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৭। | চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ/মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ/পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৮। | বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৯। | সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউজ এর প্রতিনিধি | সদস্য |
| ১০। | প্রধান প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর | সদস্য সচিব |

৬.২। তদারকি কমিটির কার্যাবলী

৬.২.১ লাইটার জাহাজ বরাদ্দ ও পরিচালনা কার্যক্রম তদারকি নিশ্চিতকরণ;

৬.২.২ BWTCC এর জনবল নিয়োগ, হিসাব নিরীক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকি নিশ্চিতকরণ;

৬.২.৩ আমদানি/রপ্তানিকারক কর্তৃক আমদানি/রপ্তানীকৃত পণ্যের ঘোষণা যাচাই তদারকি নিশ্চিতকরণ;

৬.২.৪ BWTCC এর আওতাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ;

৬.২.৫ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;

৬.২.৬ তদারকি কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।



CamScanner

৬.৩। BWTCC এর দৈনন্দিন কার্যক্রম তদারকির জন্য মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবেন। বর্ণিত উপ-কমিটি BWTCC এর দৈনন্দিন কার্যক্রম তদারকি করিবে এবং সময়ে সময়ে তা মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে অবহিত করিবে। তদারকি কমিটি প্রতি ৩ (তিন) মাসে একবার সভার আয়োজন করিবে।

**৭। BWTCC এর আওতায় লাইটার জাহাজ পরিচালনার শর্তাবলী**

৭.১। BWTCC কর্তৃক বরাদ্দ/ছাড়পত্র ব্যতীত কোনো লাইটার জাহাজ বাংলাদেশের কোনো সমুদ্র বন্দর, সমুদ্র উপকূলীয় নদী বন্দর ও নদীর উভয় পাড়ে অবস্থিত সকল প্রকার জেটি, সমুদ্রে নোঙ্গরে আগত মাদার ভেসেল হইতে পণ্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত থাকিতে পারিবে না। ব্যত্যয়ে মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর উক্ত লাইটার জাহাজের সার্ভে, উপকূল অতিক্রমের অনুমতি পত্র বাতিল/স্থগিত করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল 'ফ্যাক্টরি' ও 'গ্রুপ অব কোম্পানি' এর নিজস্ব লাইটার জাহাজ রহিয়াছে, সেই সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের অব্যাহতি পত্র সাপেক্ষে তাহাদের নিজস্ব পণ্য কেবল মাত্র নিজস্ব জাহাজে পরিবহন করিতে পারিবে। যদি 'ফ্যাক্টরি' ও 'গ্রুপ অব কোম্পানি' এর পণ্য পরিবহনের জন্য অতিরিক্ত লাইটার জাহাজের প্রয়োজন হয়, তবে BWTCC এর মাধ্যমে বরাদ্দ গ্রহণ করিতে হইবে।

৭.২। 'ফ্যাক্টরি' ও 'গ্রুপ অব কোম্পানি' এর মালিকগণ কোনো অবস্থাতেই নিজ মালিকানার বাহিরে জাহাজ ভাড়া করিতে অথবা অন্য কোনো পন্থায় জাহাজ সংগ্রহ করিয়া নিজস্ব বহর বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। 'ফ্যাক্টরি' ও 'গ্রুপ অব কোম্পানি' এর কোনো জাহাজ ব্যক্তির নামে পরিচালিত হইবে না, কোম্পানির নামে নামকরণ করিয়া জাহাজ পরিচালনা করিতে হইবে।

৭.৩। সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষসমূহ শুধুমাত্র BWTCC কর্তৃক বরাদ্দ/ছাড়পত্র প্রাপ্ত লাইটার জাহাজসমূহকে ক্রমতালিকা অনুযায়ী মালামাল/পণ্য বোঝাই/খালাসের অনুমতি প্রদান করিবে। সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন ব্যতীত বন্দর সীমানায় লাইটার জাহাজ কর্তৃক কোনো পণ্য বোঝাই/খালাস করা যাইবে না।

৭.৪। BWTCC জাহাজ বরাদ্দের উদ্দেশ্যে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে। ছাড়পত্র চার্জ হতে আদায়কৃত অর্থ দ্বারা BWTCC এর কার্যক্রম পরিচালনার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করা হইবে। এ সংক্রান্ত তহবিল বাৎসরিক ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য নিরীক্ষা ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।

৭.৫। আমদানি/রপ্তানি পণ্য খালাস/বোঝাই এর নিমিত্ত BWTCC একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ প্রাত্যহিক তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং প্রয়োজনে তা তদারকি কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে। BWTCC জাহাজ বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে ক্রমতালিকা বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করিবে। এ বিষয়ে BWTCC নিজ উদ্যোগে সেবার মান উন্নয়নে ডিজিটাল পদ্ধতি/অটোমেশন সার্ভিস প্রস্তুত করতঃ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করিবে।

৭.৬। কোনো লাইটার জাহাজকে ফ্লোটিং স্টোরেজ বা গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা যাইবে না।

৭.৭। লাইটার কাজে বরাদ্দযোগ্য জাহাজসমূহকে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ঘাটে অবস্থিত BWTCC এর বুথ অফিসের মাধ্যমে ক্রমতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া পণ্য পরিবহন করিতে হইবে।

৭.৮। সকল লাইটার জাহাজ সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ঘাটে পৌঁছানোর পর আবশ্যিকভাবে ড্রাফট সার্ভে করতঃ পণ্যের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে এবং প্রতি লাইটার জাহাজে মোট পণ্যের হিসাব প্রয়োজনে তদারকি কমিটির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৭.৯। বন্দরের জেটি, উপকূলীয় সাগর ও কুতুবদিয়া হইতে পরিবাহিত ক্লিংকার ও ভারী পণ্যসহ যে সকল পণ্য ওজনবিহীনভাবে খালাস হয় তাহা আমদানিকারক ও জাহাজ মালিকের নিযুক্ত সার্ভেয়ারগণের মধ্যকার যৌথ সার্ভের মাধ্যমে টনেজ (পরিমাণ) নির্ধারণ করিতে হইবে। স্কেল ওজনের পণ্যের ক্ষেত্রে খালাসপ্রান্তে ওজন পরিমাপ করিয়া আমদানিকারকের নিয়োজিত প্রতিনিধি কর্তৃক পণ্যের পরিমাণ চালান/বোট নোটে উল্লেখ করিতে হইবে।

৭.১০। ফ্যাক্টরি/গ্রুপ অব কোম্পানি/আমদানিকারক/রপ্তানিকারকগণের পক্ষ হইতে লাইটার জাহাজ বরাদ্দের চাহিদা পত্র প্রাপ্তির পর BWTCC দৈনন্দিন বার্থিং সভা আয়োজনের মাধ্যমে ক্রমতালিকা অনুযায়ী লাইটার জাহাজ বরাদ্দ প্রদান করিবে।

৭.১১। ফ্যাক্টরি/গ্রুপ অব কোম্পানি/আমদানিকারক/রপ্তানিকারকগণের বা তাহাদের পক্ষ হইতে চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত সকল লাইটার জাহাজের পরিবহন ভাড়া চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী প্রদান করিতে হইবে।

৭.১২। কোনো মাদার ভেসেলের বিপরীতে বরাদ্দকৃত সর্বশেষ লাইটার জাহাজ খালি হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ঐ মাদার ভেসেলের বিপরীতে বরাদ্দকৃত সকল লাইটার জাহাজের ডেমারেজ/ডেসপাস সংক্রান্ত হিসাব চুক্তিপত্র অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এতৎসংক্রান্ত সকল লেনদেন সম্পন্ন করিতে হইবে।



CamScanner

৭.১৩। জ্বালানী তেলের মূল্য, নাবিকগণের বেতন ভাতা ও জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বৃদ্ধি বা হ্রাসের কারণে লাইটার জাহাজের সামগ্রিক পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, তদারকি কমিটি বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত ব্যয় বিদ্যমান পরিবহন ভাড়ার সহিত সমন্বয় করিবার নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবে।

৭.১৪। BWTCC লাইটার জাহাজ বরাদ্দ, জাহাজে পণ্য বোঝাই, পণ্যের খালাস, পণ্যের ঘাটতি, পরিবহন ভাড়া আদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিরোধগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিবে।

৭.১৫। BWTCC, ফ্যাক্টরি ও গ্রুপ অব কোম্পানির মালিকগণ তাহাদের লাইটার জাহাজের তালিকা, যোগাযোগের ঠিকানা, টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান করিবে।

৭.১৬। লে-টাইম/ফ্রি টাইম গণনা

৭.১৬.১ লোডিং পোর্টে ছাড়পত্র ইস্যুর পরবর্তী দিবসের সূচনা (০০০০ ঘন্টা) হইতে লে-টাইম/ফ্রি টাইম গণনা আরম্ভ হইবে এবং জাহাজ লোড হওয়া পর্যন্ত সময়কাল অথবা ড্রাফট সার্ভে ও সিলগালা ইত্যাদি শেষ হওয়া পর্যন্ত সময় গণনা চলিবে;

৭.১৬.২ পেসেজ টাইম বলিতে জাহাজ লোড অথবা ড্রাফট সার্ভে শেষ হওয়ার সময় হইতে পরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছানোর প্রথম নোঙ্গর করা বা জেটিতে ভিড়িবার মধ্যবর্তী সময়কে বুঝাইবে। পেসেজ টাইম ফ্রি টাইম হিসেবে গণ্য হইবে।

৭.১৭। অনুমোদিত (Allowable) ফ্রি টাইম BWTCC এবং পণ্যের এজেন্টের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

৭.১৮। লাইটার জাহাজে পরিবাহিত আমদানি/রপ্তানীকৃত পণ্যের পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমদানিকারক/ রপ্তানিকারকের এবং BWTCC বা নৌযান মালিকের নিয়োগকৃত ইনডিপেনডেন্ট শিপ সার্ভেয়ারগণের পরিমাপকে গ্রহণ করা হইবে। পণ্যের পরিমাণ নির্ণয়ে কোনো অসামঞ্জস্যতার দাবি উঠিলে প্রথমে BWTCC তাহা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। ইহাতে সুরাহা না হইলে তদারকি কমিটি তাহা সমাধান করিবে।

৭.১৯। ক্রমতালিকায় অন্তর্ভুক্ত লাইটার জাহাজসমূহ পরিচালনার জন্য প্রত্যেক জাহাজ মালিক স্ব স্ব জাহাজের বিপরীতে একজন স্থানীয় প্রতিনিধি (লোকাল এজেন্ট) নিয়োগ প্রদান করিবেন যাহা জাহাজ মালিক তাহার স্বাক্ষরযুক্ত নিজ প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড প্যাডে লিখিত আকারে BWTCC কে অবহিত করিবেন। নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধি উক্ত জাহাজ মালিকের পক্ষে আর্থিক বিষয়সহ জাহাজ সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করিবেন।

৮। নীতিমালা স্থগিতকরণ

দেশের জরুরি প্রয়োজনে জনগণের মৌলিক নাগরিক অধিকার ও ভোগ্যপণ্য চলাচল নিশ্চিতকল্পে সরকার এই নীতিমালা সাময়িক স্থগিত করিয়া যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

১৫/৯/২০২৪

দেলোয়ারা বেগম
সচিব (রুটিন দায়িত্বে)
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়



CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

নং-১৮.০১৯.০০৬.০০.০০.০০৫.২০১৩(অংশ-১)- ২২৯

৩১ আশ্বিন, ১৪৩১
তারিখ:----------
১৬ অক্টোবর, ২০২৪

**বিষয়: "নৌপরিবহন অধিদপ্তর হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত লাইটার জাহাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহে পণ্য পরিবহন নীতিমালা, ২০২৪" গেজেটে প্রকাশ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, "নৌপরিবহন অধিদপ্তর হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত লাইটার জাহাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহে পণ্য পরিবহন নীতিমালা, ২০২৪" গেজেটে প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

১৬/১০/২০২৪
ছন্দা পাল
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ২২৩৩৮০৭৮৬
ds.ship@mos.gov.bd

উপপরিচালক
বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫। যুগ্মসচিব (জাহাজ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

CamScanner